লা ইকরাহা ফি দ্বীন

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হাচ্ছে," লা ইকরাহা ফি দ্বীন"

পবিত্র কুরানুল করীমে ইরশাদ হচ্ছে

১। আল্লাহ , নাই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনি চিরঞ্জীব ,তিনি অনন্তকাল সর্বসৃষ্টির ধারক ও রক্ষক।

সুরা বাকারাহ ২, আয়াতঃ২৫৫

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا
فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا
بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ
مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا
یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۵﴾

আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি চিরজীবন্ত ও সবার রক্ষণাবেক্ষনকারী, তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না, নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সব তাঁরই; এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন; তিনি যা ইচ্ছে করেন তা ব্যতীত তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই

Click Here

কাউ আয়ত্ব করতে পারে না; তাঁর কুরসী নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল পরিব্যপ্ত হয়ে আছে এবং এতোদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না এবং তিনি সমুন্নত ,মহীয়ান।

এই আয়াতটিকে "আয়াত আল কুরসী" বলা হয় ,অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতার বর্ণনা।

"আয়াত আল কুরসীর" পরের আয়াতে আল্লাহ ঘোষনা করেন দ্বীন (ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা ও বল প্রয়োগ নেই।

২। দ্বীন(ইসলাম) গ্রহনের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা ও বলপ্রয়োগ(compulsion) নেই । সঠিক পথকে উজ্জল-পরিষ্কার করা হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে ।

সুরা ২ বাকারাহ, আয়াতঃ ২৫৬

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ
بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا
ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

ধর্ম(দ্বীন গ্রহণে) সম্বন্ধে বল প্রয়োগ নেই; নিশ্চয় ভ্রান্তি হতে সুপথ প্রকাশিত হয়েছে; অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য মা'বুদকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়িয়ে ধরলো যা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয় এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

দ্বীন বলতে আয়াত আল কুরসীতে আল্লাহ সম্পর্কিত আকীদা ও সেই আকীদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জীবনব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হচ্ছে "ইসলাম" এর এই আকীদাগত এবং নৈতিক কর্মগত ব্যবস্থা কারো উপর চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না। যেমন কাউকে ধরে তার মাথায় জোর করে একটা বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়, এটা তেমন নয়।

সুতরাং কারো উপর জোর করে দ্বীন (ইসলাম) চাপিয়ে দেয়া যায় না। বরং আল্লাহ যাকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসবেন তার অন্তর ইসলাম গ্রহনের জন্য খুলে দেন এবং তার মনকে

ইসলামের জন্য আলোকিত করে তোলেন। তখন সে নিশ্চিতই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আল্লাহ যার অন্তঃকরণে তালা লাগিয়ে দেন এবং তার চক্ষু ও শ্রবণেন্দ্রিয় অন্ধ ও বধির করে দেন এই ব্যক্তিকে জোর করে দ্বীন (ইসলাম) চাপিয়ে দিলে কোন ফল হবে না , কোন কাজে আসবে না।

অতএব প্রিয় ভাই ও বোনেরা , আসুন আমরা আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি।

হে আল্লাহ আমাদের অন্তর দ্বীন (ইসলামের) জন্য খুলে দিন এবং আমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে আমাদের ক্ষমা করুন, আমরা তওবা করছি। আমাদের তওবা কবুল করুন। দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের কল্যাণ দান করুন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

.....

Click Here